

## প্রমদ:- মহল্লা ভিত্তিক ক্লাব সংস্কৃতি

জাহিদ রামেদ

[ উৎসর্গ:- পরী বানু'কে ]

গত সাপ্তাহে 'সাপ্তাহিক ২০০০' এ আমার প্রিয় চলচিত্র পরিচালক মোস্তফা সারোয়ার ফারুকীর আত্মকথন মূলক রচনা "লাই পাওয়া শিশুর জবানবন্দী" পড়ছিলাম। লিখাটি পড়ার সময় একটি জায়গায় এসে আমি থমকে যাই। স্মৃতির পাতায় ভর করে চলে যাই আমার ফেলে আসা সেই শৈশবে। সারোয়ার ফারুকী তার রচনায় মহল্লা ভিত্তিক ক্লাব কালচার সম্পর্কে বলেছেন-

"আজ মহল্লা ভিত্তিক ক্লাব কালচার উঠে যাওয়ার কারণে আমাদের দেশের একটা বড় লস হয়েছে। জঘন্য কাজ হয়েছে। আমি মনে করি, আমাদের অবিলম্বে মহল্লা-ভিত্তিক ক্লাব কালচার ফিরিয়ে আনা উচিত। তা না হলে আমরা যেই বাঙ্গালী সংস্কৃতির জন্যে লাফাচ্ছি তা ধবংস হয়ে যাবে। ছেলে মেয়েরা ধবংস হয়ে যাবে। নেশার অতল জগতে হারিয়ে যাবে। মহল্লার ক্লাব কালচার ছেলে মেয়ে সবাইকে একটা অন্য ধরনের প্রাণ স্পন্দনের ভেতর জড়িয়ে রাখে।"

নব্বইয়ের দশকের গোড়ার কথা আমি তখন কিশোরগঞ্জের প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র আমাদের এলাকার কয়েকজন সংস্কৃতি মনা বড় ভাই পাড়ার ছোটদের নিয়ে গঠন করেন 'দুর্বার সংঘ' নামের একটি ক্লাব। স্কুল থেকে এসেই বিকেলে আমরা পাড়ার ছেলেরা ছুটে যেতাম আমাদের প্রিয় ক্লাবে। ক্লাবের ছোট বড় সদস্যরা মিলে আয়োজন করতো বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আমরা সারা বছর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম সেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে। বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে চাদা তুলা থেকে শুরু করে শাড়ি দিয়ে পেভেল বাধা সহ প্রায় প্রতিটি কাজে ছোট ছোট ছেলেরা ঝাপিয়ে পড়তো। অনুষ্ঠানের কৌতুক পর্বে ছোট একটি অংশে অংশ নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কয়েক মাস আগে থেকে চলতো রিহার্সেল। কিশোরগঞ্জের নামী দামি শিল্পীরা অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন। শীতের সময় ক্লাব থেকে আয়োজন করা হতো বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতার। রাতে ফুল চুড়ি করে ভোরে খালি পায়ে হেটে গুরুদয়াল কলেজের শহীদ মিনারে যেতাম একুশের অঘ্য দিতে। শীতে ক্লাবের পক্ষে আয়োজন করা হতো চূড়ইভাতির। ক্লাবের পক্ষ থেকে বিজয় ও স্বাধীনতা দিবসে মাচপাঁটে ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানে অংশ নিতাম। ক্লাবের সদস্যদের লিখা নিয়ে দেয়াল পত্রিকাও বের হতো। দেয়াল পত্রিকায় ছড়া লিখবার জন্য সারা দুপুর শুধু অন্তাক্ষর মেলাবার অক্লান্ত চেষ্টা করতাম। ক্লাবকে আমরা এতোটাই ভালোবাসতাম যে ক্লাবের সদস্যরা ক্লাবের নিজস্ব লেগো তৈরি করে দেয়ালে দেয়ালে চিকা মারতাম। জেলা পযা য়ের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ক্লাবের কেউ ভালো করলে সবাই গবি তি বোধ করতাম। কোন কোন বিকেলে সব সদস্যরা একসাথে গোল হয়ে বসত গান গাওয়া বা কৌতুক বলার আসর। তখন শুধু কিশোরগঞ্জে আমাদের পাড়াতেই নয় অন্য পাড়াতেও এধরনের আরো কিছু ক্লাব ছিল। আমি আজ জানিনা আমার শৈশবের প্রিয় সেই ক্লাবটি এখন কেমন আছে, অদ্য আছে কিনা। আমার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি ফারুকী যথার্থই বলেছেন ক্লাব সংস্কৃতি ছেলে মেয়েদের ভেতর প্রাণস্পন্দনের তৈরি করে।

কোন ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন শুধুমাত্র ক্লাশ রুম থেকে শিখে না। তারা অনেক কিছু শিখে তাদের ক্যাম্পাস থেকে। পাড়া বা মহল্লার সাংস্কৃতিক ক্লাব থেকে শিশু কিশোরেরা শিখতে পারে তেমনি ভাবে অনেক কিছু। লাভ করতে পারে আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা, গড়ে উঠে সূক্ষ রস বোধ। গড়ে ওঠে নিজের সংস্কৃতির জন্যে মমত্ববোধ।

বাংলাদেশের থেকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে পাড়া-মহল্লা ভিত্তিক সংস্কৃতি ক্লাবগুলো। ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা উদ্দেশ্যে ক্লাব গঠন হলেও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্যে এখন আর আগের মতো ক্লাব গঠিত হয় না। বেশির ভাগ অভিভাবকও তাদের সন্তানটি বিকেলে এধরনের ক্লাবে জড়িত না হয়ে ঘরের কোনে কম্পিউটারে মুখ গুজে গেমস খেলাকেই বেশি প্রশ্রয় দেন। যারা কিছুটা সংস্কৃতিমনা তারা তাদের সন্তানদের গান, নাচ বা ছবি আকা শিখাতে পাঠান শিল্প বা শিশু একাডেমির মতো কোন প্রতিষ্ঠানে। ছেলে মেয়েদের পিঠে ভারি বইয়ের বোঝা ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের করছেন ক্যারিয়ার গঠনের ইদুর দৌড়ের প্রতিযোগী। পাড়া-মহল্লা ভিত্তিক কালচারের ছোয়া বঞ্চিত বাক্সে বন্দী ফ্লাট বাড়িতে বেড়ে ওঠা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতা বাদে বিশ্বাসী এসব ছেলে মেয়েদের নষ্ট হবার বা নেশার জগতে হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা যে খুব বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তাই যতো শীঘ্রই সম্ভব আমাদের দেশে মহল্লা ভিত্তিক ক্লাব সংস্কৃতি আবার ফিরে আনা দরকার, আমাদের সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের জন্য, দরকার সুন্দর আগামী প্রজন্মের জন্য।

মুক্ত-মনাদের জন্যে শুভেচ্ছা।